৮০'ত
আসিও না

রুদ্রাণী ফিল্মসের নিবেদন

গৌর শী-র 'যযাতি-র স্বপ্ন' অবলম্বনে

শ্রীবিষ্ণু পিক্‌চার্স প্রাঃ লিঃ-র

৮০-তে আসিও না

প্রযোজনা : শিবপদ চ্যাটার্জি ও শান্তা গাঙ্গুলী

চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা : শ্রীজয়দ্রথ

সঙ্গীত পরিচালনা :	গোপেন মল্লিক	ব্যবস্থাপনা :	প্রেমনাথ ব্যানার্জি
গীতিকার :	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	স্থির চিত্র :	ষ্টুডিও পিক্‌স
সম্পাদনা :	কমল গাঙ্গুলী	শব্দ যন্ত্রী :	বাণী দত্ত, অনিল তালুকদার
আলোক চিত্র :	দীনেন গুপ্ত		শিশির চ্যাটার্জি, ইন্দু অধিকারী
শিল্প নির্দেশনা :	সুনীল সরকার		সোমেন চ্যাটার্জি, সুজিত সরকার
যন্ত্র-সঙ্গীত :	সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা	সঙ্গীত, আবহসঙ্গীত ও শব্দ-পুনর্যোজনা :	
পরিচয় লিখন :	রতন বরাট		সত্যেন চ্যাটার্জি ও শ্যামসুন্দর ঘোষ
রূপসজ্জা :	শৈলেন গাঙ্গুলী, অনাথ মুখার্জি	পট-শিল্পী :	কবি দাশগুপ্ত ও প্রবোধ ভট্টাচার্য্য

প্রচার পরিচালনা : বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

★ সহকারীবৃন্দ ★

পরিচালনায় : সুশীল বিশ্বাস ও অমিয় বসু ● চিত্রনাট্যে ও পরিচালনায় : অশোক বসাক ● ব্যবস্থাপনায় : জগদীশ মজুমদার ● সঙ্গীতে : জানকী দত্ত ● আলোক চিত্রে : সুনীল চক্রবর্ত্তী ও বেণু সেন শব্দ ধারণে : অনিল দাসগুপ্ত, ঋষিকেশ ব্যানার্জি, জগত দাস, বাবাজী শ্যামল ● শিল্প নির্দেশনায় : বিশ্বনাথ চ্যাটার্জি ● সম্পাদনায় : পঞ্চানন চন্দ্র ও দেবীদাস গাঙ্গুলী।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : নির্মল ভৌস, অজয় দত্ত ও কমল মজুমদার (বম্বে)

কণ্ঠ সঙ্গীতে : মান্না দে ও রুমা গুহঠাকুরতা

★ রূপায়নে ★

ভানু ব্যানার্জি, রুমা গুহঠাকুরতা, জহর রায়, রবি ঘোষ, তরুণকুমার, মনোজ চক্রবর্ত্তী (নবাগত) কমল মিত্র, অসিতবরণ, গঙ্গাপদ বসু অমর মল্লিক, শ্যাম লাহা, শীতল ব্যানার্জী, অমর বিশ্বাস, গৌর শী, মাঃ সুমন, মণি শ্রীমানী, প্রীতি মজুমদার, ননী মজুমদার, সুশীল চক্রবর্ত্তী, প্রভাস মুখার্জী, তারক বাগচী, পরিতোষ রায়, তপন চ্যাটার্জি, অধীর মুখার্জি, অমিয় ব্যানার্জি, ভোলা, প্রেমনাথ, সতু, সুজিত, শঙ্কর, নিমাই, সন্তোষ, শেঠ, কমল, অমিয়, নারু, বলাই, বিষ্টু, অরবিন্দ, হারু মাঃ তপন

রেণুকা রায়, সুব্রতা চ্যাটার্জি, শান্তা গাঙ্গুলী, সঞ্চিতা ব্যানার্জি, শমিতা ব্যানার্জী, তাপসী ব্যানার্জী, চিত্রা চ্যাটার্জী, মীরা মুখার্জী, ল্যাসী ও ক্লারা (কুকুর) ও হাজার হাজার বুড়ো-বুড়ী

এই চিত্রের কাহিনী, স্থান, কাল ও পাত্র সবই কাল্পনিক।
কোনও প্রতিষ্ঠান, পরিবার বা ব্যক্তির সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক নাই।

একমাত্র পরিবেশক : শ্রীবিষ্ণু পিক্‌চার্স প্রাঃ লিঃ

বুড়ো হ'য়ে গেলে মানুষ সংসারে কত অসহায়, কত অবাঞ্ছিত হ'য়ে একটা বোঝার মত পড়ে থাকে—সেই বৃদ্ধ বয়সেরই এক হৃদয় বিদারক অবস্থার মর্মকথা হাস্যোজ্জ্বল পরিবেশের মধ্যে এই কাহিনীতে উপস্থাপিত করা হ'য়েছে।

বৃদ্ধ সদানন্দের সব-ই আছে। বাড়ী, বাগান, দুই উপযুক্ত পুত্র, দেবেশ ও রমেশ, দুই পুত্রবধু মনোরমা ও নিরুপমা, চাকুরে বড় নাতি বিভূতি ও তার স্ত্রী রেখা, কলেজে-পড়া দুই নাত্‌নী আরও দু'টি ছোট নাতি, এবং চাকর বদনকে নিয়ে সংসার তার জমজমাট। এই সংসারের মধ্যে সদানন্দ এবং তার স্ত্রী সরোজিনী যেন অবাঞ্ছিতা হ'য়ে উঠেছে।

কেবল চাকর বদনই যেন তাকে একটু ভালবাসে। লুকিয়ে লুকিয়ে নানা খাবার এনে খাওয়ায়।

সদানন্দর বৃদ্ধ বন্ধু, নুটু ও চারুও এসে তাদের দু:খের কথা জানিয়ে সমবেদনার সঙ্গে বলে : 'কাগজে-ম্যাগাজিনে দেখ্‌ছি পৃথিবীর বড় বড় ডাক্তাররা যৌবন অটুট রাখার নানা রকমের গবেষণা কর্‌ছে-রে, সদা! দেখিস্, একদিন ফট্ ক'রে চির যৌবন লাভের ওষুধ বেরিয়ে যাবে।' এই নিয়ে বৃদ্ধ বন্ধুদের মধ্যে নানা আলোচনা চলে। ফলে, সদানন্দের মাথায় চিরযৌবন লাভের আশা দানা বাঁধতে থাকে এবং বিশ্বকবির 'ইচ্ছাপূরণ' ও পুরাণের 'যযা-তির' কাহিনী তার মানসপটে ভেসে ওঠে। আর ভাব্‌তে থাকে—নাতি বিভূতির বন্ধু রাধেশের, পাহাড়ী জায়গায় অবস্থিত ডাকবাংলোয় দিনকতকের জন্য ঘুরে আস্‌বে।

নির্দিষ্ট পাহাড়ী স্টেশনে গাড়ী থাম্‌ল। বদন কায়দা ক'রে সদানন্দকে প্লাটফরমে নামিয়ে রাধেশের সাহায্যে তার চিত্র-বিচিত্র ঠাকুরদার-আমলের মোটরে ক'রে তার ডাক্ বাংলোয় নিয়ে তুল্‌লো।

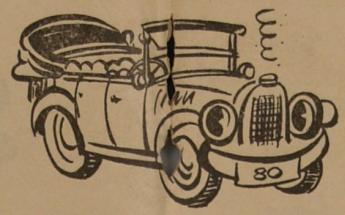

এই বাংলোয় থাকাকালীন, একদিন সদানন্দ একটা নিরীহ টাট্টুতে চেপে সকালে বেড়াতে বেরুলো। হঠাৎ টাট্টুটা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতেই পথের ধারে একটা পুকুরে সদানন্দ ছিট্‌কে পড়লো।

যখন ভেসে উঠ্‌লো তখন সে পূর্ণ যৌবনের অধিকারী হ'য়ে গেছে।

তরপর—

মহা উৎসাহে যুবক সদানন্দ বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল।

বাড়ীতে সদানন্দকে দেখে সবাই হক্‌চকিয়ে গেল।

ছেলেরা প্রথমে বিশ্বাসই কর্‌তে চায় না যে, সে তাদের বাপ্। অবশেষে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাকে 'অস্থায়ী বাপ' বলে ঘরে থাকার অনুমতি দিল এই চুক্তিতে যে, তারা সেই অলৌকিক পুকুর দেখে, তার কথার সত্যা-সত্য বিচার ক'রে, তাকে স্থায়ী পিতৃত্বের মর্য্যাদা দেবে।

রাধেশ সব ব্যাপার শুনে, সেই আশ্চর্য্য পুকুরের জল এবং কাদা 'বিশ্বমানবের ল্যাবরেটরী'তে নিয়ে গেল—পরীক্ষা করার জন্য। সেই জলের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে ল্যাবরেটরীর অধ্যক্ষ 'বিশ্বমানবের' কর্মকর্ত্তাদের সেই খবর জানিয়ে দেয় এবং কর্ত্তারা তাদের নিজস্ব পুলিশবাহিনী দিয়ে পুকুরটি ঘিরে রাখার ব্যবস্থা ক'রে—যাতে আর কেউ ঐ পুকুরে ডুবে পুকুরের জল নষ্ট কর্‌তে না পারে। এবং কর্ত্তরা সেই পুকুর দেখার জন্য দলবল নিয়ে সেই স্থানে উপস্থিত হয়।

এদিকে সদানন্দ তার বৃদ্ধা স্ত্রীকে যুবতী কর্‌তে সেই পুকুর পাড়ে এসে দ্যাখে যে, সেই পুকুর 'বিশ্বমানবের' পুলিশবাহিনী ঘিরে ফেলেছে এবং হাজার হাজার বুড়ো-বুড়ি নব যৌবন লাভের আশায় পুকুর পাড়ে এসে জমায়েৎ হ'য়েছে, কিন্তু কেউই পুকুরে ডুবতে পার্‌ছে না।

বদনের সাহায্যে, সদানন্দ সরোজিনীকে 'রাম গুল্‌তী'তে চাপিয়ে বেড়া ডিঙ্গিয়ে পুকুরে ছুঁড়ে ফেল্‌লো। জলে পড়ে সরোজিনী যুবতী হ'য়ে গেল।

তারপর ? ···

তারপর এমন সব ঘটনা ঘট্‌তে লাগ্‌ল যা' দেখে আপনারা হাসির বন্যায় ভেসে যাবেন। আগে থাক্‌তে সে ঘটনা আপনাদের জানিয়ে রসভঙ্গ কর্‌তে চাই না ···

সঙ্গীত

(১)

ও ভোলামন বাঁচতে যদি চাও
খুঁজে নাও রসের সাগর—
ভরা ডুব একটী শুধু দাও।

এ রসের রসাতে
কত সব লীলা চলে
সেই জোয়ারে জরার খোলস
বদলে নিয়ে যাও।

এ জলের জিয়ন ধারা
বড় যে ছন্নছাড়া
নিয়মের গণ্ডীটাকে
ভিজিয়ে করে দিশাহারা।

ভোলামন নতুন ভাবে
কত রং দেখতে পাবে—
নিজের চোখে পুনর্জীবন
নিজেই দেখে নাও।

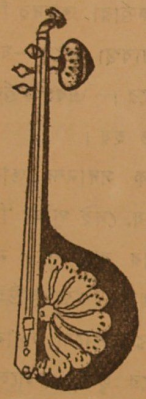

(২)

সদানন্দ — তুমি, আকাশ এখন যদি হতে
আমি, বলাকার মত পাখা মেলতাম
সদানন্দ — এবার তুমি গাও
সরোজিনী— যাঃ—
সদানন্দ — লজ্জা করতে নেই, গাওনা—
সরোজিনী— তুমি, ময়দা এখন যদি হতে
আমি, জলখাবারের লুচি বেলতাম।
সদানন্দ — তুমি, হতে যদি পদ্মের মধু
আমি, ভ্রমর হতাম ওগো বঁধু—
সদানন্দ — গাও—
সরোজিনী— না—
সদানন্দ — লজ্জা করতে নেই, গাওনা—
সরোজিনী— তুমি, তেঁতুলের টক্ যদি হতে
তবে পান্তাভাতে মেখে ফেলতাম।
সদানন্দ — যদি, আরো কিছু কাছে সরে আসতে
মিঠে কবিতায় প্রাণ ভরে রাখতাম।
সরোজিনী— যদি, আমারি মতন ভাল বাসতে—তবে
সদানন্দ — তবে কী?
সরোজিনী— বলবো?
সদানন্দ — বলে ফেল বয়েসটা তো কমে গেছে—
সরোজিনী— তবে, মশলা মুড়িটা আরো মাখতাম;
সদানন্দ — যদি বেণীর বাঁধন দিতে খুলে
রাঙা পলাশ হতাম এলোচুলে।
সরোজিনী—সত্যি রাঙা যদি হতে
তবে বিলিতী বেগুন বলে ভাবতাম।

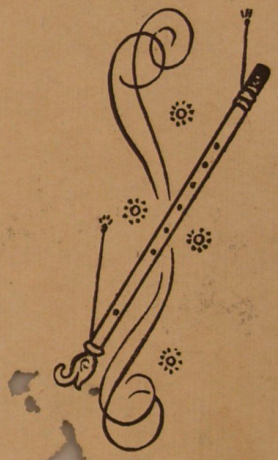

শ্রীবিষ্ণু পিক্‌চার্সের পরবর্তী উপহার—

বি·এম·ডি মুভিজ নিবেদিত

উত্তম সুপ্রিয়া

অভিনীত

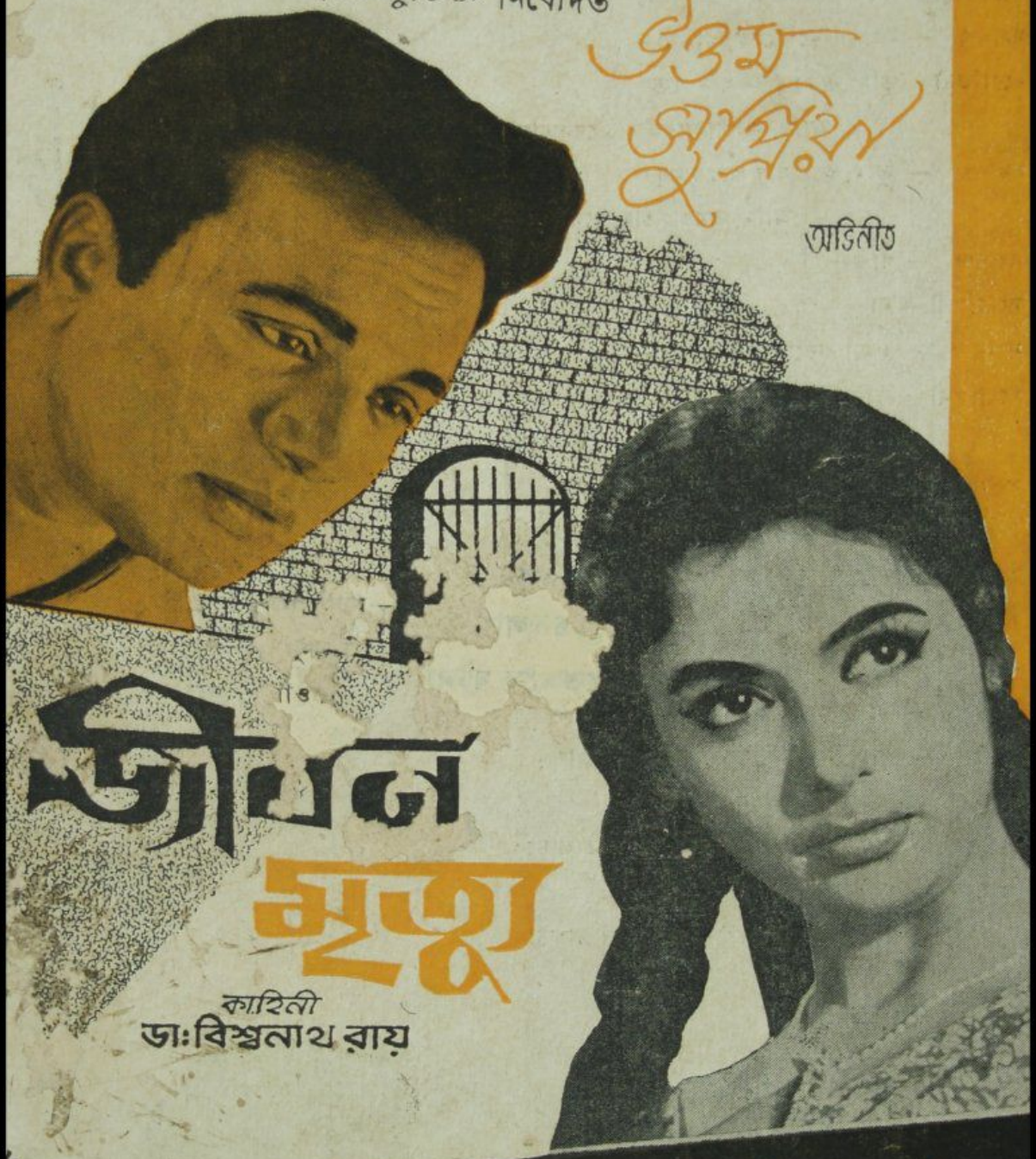

জীবন মৃত্যু

কাহিনী
ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

পরিচালনা · হীরেন নাগ · সঙ্গীত · গোপেন মল্লিক

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা : শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
অলঙ্করণে : শিল্পী নিমাই রায় ● মুদ্রণে : জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩